জর্জ বুলেটিন

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

সংখ্যা ঃ ৭ ● ৩০ নভেম্বর ২০২৪

চাকরি মেলায় ব্যাপক সাড়া, জর্জ টেলিগ্রাফের উদ্যোগের প্রশংসায় বঙ্গীয় বানিজ্য পরিষদ

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

চাকরি মেলায় প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের কাজ চলছে।

চাকরি প্রার্থীদের ইন্টারভিউ চলছে।

চাকরি মেলা নিয়ে বিভিন্ন খবরের ঝলক।

স্যার আমি সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, অল্প বিস্তর ডাটা এন্ট্রির কাজ জানি। আমি কি এখানে ইন্টারভিউ দিতে পারব?

-- প্রশ্নকর্তা ওই যুবকের কথা শুনে জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানালেন, 'কেন নয়, অবশ্যই দিতে পারো। বলে তাঁকে একটা টেবিল দেখিয়ে দিলেন, যেখানে কোম্পানির প্রতিনিধিরা সবাই একসঙ্গে বসেছিলেন। ওই চাকরি প্রার্থী যুবককে পরে দেখা গেল ইন্টারভিউ দিয়ে খুবই খুশি। যাওয়ার আগে জর্জের ওই আধিকারিককে বলে গেলেন নিজের অনুভূতির কথা।

এমনই নানা টুকরো টুকরো সুখস্মৃতির কোলাজ নিয়ে হাজির ছিল চাকরি মেলার আসর। এক সুন্দর অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ির পথ ধরেছেন চাকরি প্রার্থীরা।

সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্ক করুণাময়ীর বইমেলা প্রাঙ্গনে এবারও সাড়ম্বরে হয়ে গেল জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনায় চাকরি মেলা। জর্জ টেলিগ্রাফ এবারও এই মেলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছে, যা প্রশংসা আদায় করেছে বিবিসি-রও (বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল)। সংস্থার সভাপতি অভিষেক আড্ডি জানিয়েছেন, 'জর্জ টেলিগ্রাফের চাকরির মেলার এই উদ্যোগ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।'

এই চাকরি মেলায় মোট ৮০০ জনের বেশি চাকরি প্রার্থীরা ইন্টারভিউ দিয়েছেন। মোট ৩০টি কোম্পানির আধিকারিকরা হাজির ছিলেন বিরাট প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন টেবিলে। সাধারণ চাকরিপ্রার্থীদের কথা ভেবেই এই চাকরি মেলার আয়োজন।

চাকরি মেলার উদ্বোধন করেছিলেন জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রী গোরা দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সুব্রত দত্ত ও বিবিসির শীর্ষ আধিকারিকরা।

চাকরির মেলা নিয়ে জর্জ টেলিগ্রাফের ডিরেক্টর ও বিবিসির অন্যতম সদস্য অনিন্দ্য দত্ত বলেছেন, "জর্জ টেলিগ্রাফ ১০৫ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান। আমরা এর আগেও সাফল্যের সঙ্গে চাকরির মেলা আয়োজন করেছি। বহু মানুষ এতে উপকৃত হয়েছেন। তাঁদের আমরা কর্মসংস্থানের দিশা দেখাতে পেরেছি। এবারও সেই লক্ষ্য পূরণে চেষ্টা করেছি আমরা।"

এবার করুণাময়ীতে চাকরির মেলায় দেখা গিয়েছে, কোনও চাকরিপ্রার্থীর বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব কিংবা ষাট বছর। তাঁদের জন্য কি কর্মসংস্থানের পথ দেখানো যাবে? সেই প্রসঙ্গে অনিন্দ্য দত্ত বলেন, "এমন অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে নতুন নয়। কারণ আমাদের সংস্থা থেকে অতীতে কোর্স করে চাকরি পেয়ে অবসর নিয়েছেন, তারপর ফের চাকরিতে যাগদান করতে চেয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করায় তাঁদের আবারও চাকরির ব্যবস্থা করতে পেরেছি আমরা। তাই ওঁরাও সেই সুযোগ পাবেন, আশা রাখি।" অনুষ্ঠানে সাংবাদিক সম্মেলনে মিডিয়ার প্রশ্নের জবাবে জর্জ টেলিগ্রাফের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুব্রত দত্ত বলেন, "ভারতের বুকে এমন কোনও